ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৯২ ● কলকাতা ● ২২ চৈত্র, ১৪৩১ ● শনিবার ● ০৫ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোটের আগেই 'চাপে' নীতীশ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

লোকসভায় তিনি বিজেপির শরিক। আর সেই শরিকের 'তাঁবেদারি' করতে গিয়েই কি ঘুরপথে চাপে পড়লেন নীতীশ? বছর কয়েক আগে বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর দলে ভাঙন ধরানোর অভিযোগ তুলেছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। নতুন বছরে আবার সেই একই কাণ্ড। পরপর পাঁচ জেডিইউ নেতার মুখে শোনা গেল দল ছাড়ার কথা।পাঁচ জনের দল ছাড়ার পর বর্তমানে জেডিইউ-এর অন্দরে প্রথম সারির মুসলিম নেতার সংখ্যা দাঁড়াল তিন জন। শেষ

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

পুরনো ছবি উপহারে মোদিকে অতীত মনে করালেন ইউনুস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক শৈত্যের মাঝেই ক্ষুব্ধ মোদি সরকারের মান ভাঙাতে নয়া চাল ইউনুসের! 'বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল, টেকনিকাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন' বা 'বিমস্টেক' সম্মেলনের ফাঁকে ১০ বছরের পুরনো এক ছবি নরেন্দ্র মোদিকে উপহার দিলেন মহম্মদ ইউনুস।ওয়াকিবহাল মহলের মতে, হাসিনা বিদায়ের পর ভারত শত্রুর পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে কার্যত 'মেনি বিড়াল' হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের উপদেষ্টা সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুস। বাংলাদেশে উগ্র মৌলবাদের দাপাদাপি, হিন্দু নির্যাতন, চিন ও পাক ঘনিষ্ঠতা প্রভাব ফেলেছে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে। মৌলবাদীদের পেতে দেওয়া কুর্সিতে বসা ইউনুস বর্তমানে উভয়সংকটে যাঁদের দৌলতে ক্ষমতা হাতে পেয়েছেন তাদের তুষ্ট করতে গেলে হতে হবে ভারত বিরোধী। সেই মতোই পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক পাতাচ্ছেন ইউনুস। অন্যদিকে, দেশের উন্নতি করতে গেলে ভারতকে বাদ দিয়ে তা সম্ভব নয়। ইউনুস ভালো করেই জানেন, বর্তমানে

এরপর ৩ পাতায়

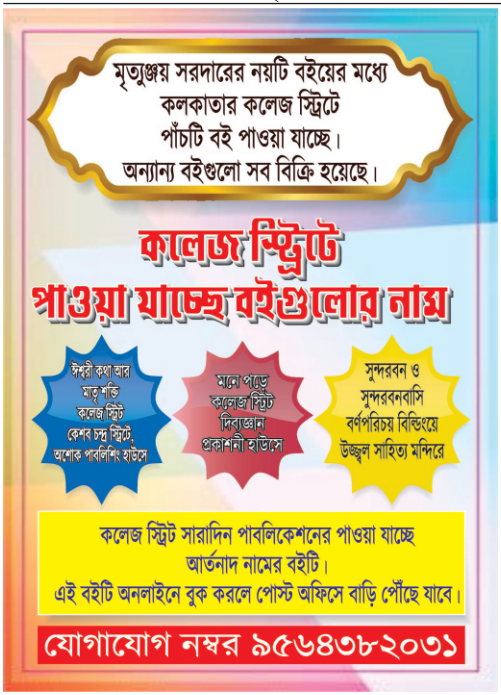

সুপ্রিম নির্দেশে তালা খোলার জন্য নেই অশিক্ষক কর্মী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

জলপাইগুড়ি: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি গিয়েছে এসএসসির প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর। চাকরি হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তাঁরা। চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে তাঁদের মধ্যে। এদিকে রাজ্যের বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলির উপরেও নেমেছে আশঙ্কার মেঘ। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি যাওয়ায় পঠনপাঠন কীভাবে চলবে?স্কুল পরিদর্শক বালিকা গোলে জানিয়েছেন, বিষয়টি জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে আগামিকাল শনিবার থেকে পরিস্থিতি কী হবে? বাচ্চাদের পড়াশোনা কীভাবে হবে? সেই অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।সেও প্রশ্ন উঠছে। তবে অশিক্ষক কর্মীর চাকরি যাওয়ায় স্কুলই খোলা নিয়েই অনিশ্চয়তা দেখা দিল জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে।

জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির ঘোষপাড়া জুনিয়র হাইস্কুল। সেই স্কুল খোলা নিয়ে তৈরি হল চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা। কারণ, ওই স্কুলেরই একমাত্র অশিক্ষক কর্মীর চাকরি চলে গিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে। ফলে কে স্কুলের দরজা খুলবেন, সেই প্রশ্ন উঠেছে। গত ১০ দিন আগেই ওই স্কুলের পঠনপাঠন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ওই স্কুলে চলতি বছরে মাত্র সাতজন পড়ুয়া রয়েছে। একজন মাত্র শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন পঠনপাঠনের দায়িত্বে। গত ১০ দিন আগে সেই শিক্ষক মারা গিয়েছেন। ফলে স্কুলে পড়াশোনা কার্যত থমকে গিয়েছে।

স্কুলে মিড ডে মিল হয়। পড়ুয়ারাও আসছিল। স্কুল খোলা, বন্ধ-সহ অন্যান্য দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন ওই অশিক্ষক কর্মী। কিন্তু গতকাল সুপ্রিম নির্দেশে তাঁর চাকরি চলে গিয়েছে। তারপরই তিনি স্কুলে তালা দিয়ে চলে যান। এদিন তিনি আর স্কুলের পথ মাড়াননি। ফলে বেলা ১১টা বেজে গেলেও স্কুলের দরজা খোলেনি। তাহলে এই স্কুলের দরজা এখন থেকে বন্ধই থাকবে? সেই প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার কথা জানতে পারেন স্কুল পরিদর্শক। তিনি অন্য স্কুলের শিক্ষিকাকে ওই স্কুলে পাঠান। ওই শিক্ষিকাই এদিন বেশ কিছু সময় পর চাবি নিয়ে গিয়ে স্কুলের দরজা খোলেন। কিন্তু আগামিকালও তিনিই কি স্কুলের দরজা খুলতে যাবেন? বা স্কুলে এরপর থেকে পড়াবেন কে? কীভাবে চলবে স্কুলের পঠনপাঠন ও অন্যান্য কাজকর্ম? সেই প্রশ্ন উঠেছে। যদিও সেই বিষয় নিয়ে ওই স্কুলে আসা শিক্ষিকা কথা বলতে চাননি।

বিমস্টেক শীর্ষ বৈঠকের ফাঁকে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে ষষ্ঠ বিমস্টেক শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে আজ নেপালের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় কে পি শর্মা ওলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ভারত ও নেপালের মধ্যে অনন্য এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হয়। ডিজিটাল সংযোগ, মানুষে মানুষে যোগাযোগ নিয়ে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দু'দেশের সম্পর্কের ভিত্তিকে আরও মজবুত করার ব্যাপারে একমত হন।

ভারতের প্রতিবেশী সর্বাগ্রে নীতির অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দেশের মধ্যে রয়েছে নেপাল। দুই দেশের মধ্যে উচ্চস্তরে পারস্পরিক মতবিনিময় অব্যাহত রাখার যে পরম্পরা রয়েছে, এই বৈঠক থেকে সেই বার্তাই দেওয়া হ'ল।

চাকরি যাওয়ার পরও মানবিকতার খাতিরে স্কুলে টিআইসি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

স্কুলের মোট শিক্ষক ছিলেন ১৫ জন। প্যারা টিচার ৪ জন। সুপ্রিম রায়ে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-সহ চাকরি গিয়েছে, ১১ জনের। এখন সাকুল্যে রয়েছেন ৮ জন স্থায়ী-অস্থায়ী শিক্ষক। স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ৩৭৬০জন। এদিকে চলছে পরীক্ষা। স্কুল চলবে কী করে? সেই চিন্তায় জীবনের বিভীষিকাময় রাত কাটিয়ে স্কুলে হাজির সদ্য চাকরিহারা টিচার ইনচার্জ। বিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, রায় ঘোষণার পর বাংলা, ইতিহাস এবং শারীরশিক্ষা ছাড়া কোনও স্থায়ী টিচার স্কুলে থাকল না। বিজ্ঞান বিভাগ চলবে গেস্ট টিচারের সাহায্যে। যার কারণে বিপাকে পড়ুয়ারা। ঠিক তেমনই চিন্তিত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সামনের দিন কীভাবে স্কুল

চলবে সেই বিষয়ে চিন্তায় পড়েছে স্কুল পরিচালন সমিতি থেকে অভিভাবকরা। পরিচালন কমিটির অনুমতি নিয়ে গেস্ট টিচার দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিলেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে এক ধাক্কায় চাকরি হারিয়েছে ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষককর্মী। সেই তালিকায় রয়েছেন মুর্শিদাবাদের সুতি ১ ব্লকের বহুতালি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১১ জন শিক্ষক। চাকরিহারা এই বিদ্যালয়ের স্বয়ং টিআইসি জিয়াউল হক। স্কুলে প্রধান না থাকায় ৩ বছর ধরে স্কুলের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি। চাকরি বাতিলের রায়ের পর শুক্রবার ১০ জন শিক্ষক স্কুলে আসেননি। কিন্তু পরীক্ষা চলাকালীন পড়ুয়াদের কথা ভেবে মানবিকতার খাতিরে স্কুল ছেড়ে থাকতে পারলেন না 'প্রাক্তন' ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জিয়াউল। কারণ, তিনি না থাকলে বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পরিচালনা ঠিক মতো করা যাবে না বলেই দাবি তাঁর। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শুক্রবারও স্কুল এসে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। স্কুল পরিচালন কমিটির সাহায্যে গেস্ট টিচার নিয়ে এসে পরীক্ষা চলছে বহুতালি স্কুলে।

(১ম পাতার পর)

পুরনো ছবি উপহারে মোদিকে অতীত মনে করালেন ইউনুস

এশিয়া মহাদেশের অন্যতম স্তম্ভ ভারত। ফলে ভারতকে চটালে আখেরে ক্ষতি। সামনে চিনের প্রলোভন থাকলেও সে দেশের ঋণের ফাঁস কারও অজ্ঞাত নয়। সবদিক বিচার করে চিন-পাকিস্তান ঘনিষ্ঠতা বাড়ালেও ভারতকেও সঙ্গে নিয়ে চলতে চান ইউনুস। এই ছবি যেন সেই বার্তাই দিচ্ছে।যেখানে দেখা যাচ্ছে, ইউনুসের হাতে গোল্ড মেডেল তুলে দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি। যে ছবি প্রকাশ্যে আসতেই জল্পনা শুরু হয়েছে। কূটনৈতিক মহলের দাবি, দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনের মাঝে এই ছবির মাধ্যমে ইউনুস যেন বার্তা দিলেন, 'দুই দেশের সুসম্পর্কের।' বোঝাতে চাইলেন, 'আমি খারাপ নই, অতীতে ভালো কাজের জন্য আপনিই আমায় মেডেল দিয়েছিলেন।'

'বিমস্টেক' সম্মেলনের ফাঁকে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের উপদেষ্টা সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুস। দুই রাষ্ট্র নেতার সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি ছবি তুলে দেন ইউনুস। যেখানে দেখা যাচ্ছে হাসি মুখে একে অপরের সঙ্গে করমর্দন করছেন মোদি ও ইউনুস। ইউনুসের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে পুরস্কার। পাশে দাঁড়িয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিস। ছবিটি সোশাল মিডিয়াতেও শেয়ার করেছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। জানা যাচ্ছে, ছবিটি ২০১৫ সালের ৩ জানুয়ারি মুম্বইয়ে তোলা। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১০২তম বর্ষে বিজ্ঞানের কাজে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ইউনুসকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই পুরস্কার তুলে দেন ইউনুসের হাতে। ১০ বছর পর সেই ছবি ইউনুসের তরফে মোদির হাতে তুলে দেওয়ার ঘটনায় কূটনৈতিক তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

(১ম পাতার পর)

ভোটের আগেই 'চাপে' নীতীশ

বিধানসভা ভোটের ফলাফল অনুযায়ী, বিহারে মুসলিম ভোটের পরিসংখ্যান প্রায় ১৭ শতাংশ। সামনেই আবার নির্বাচন। তার আগে ওয়াকফ ঘিরে দলের এমন বিরোধী সুর ভোটের অঙ্কে নীতীশ চোট দিতে পারে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।তবে এবার কিন্তু কেউ ভাঙন ধরায়নি। বরং, একটা সিদ্ধান্তের জেরেই দল ছাড়ার ঘোষণা করেছেন এই নেতারা। কী সেই সিদ্ধান্ত? সংসদে নরেন্দ্র মোদী সরকারের সংশোধীত ওয়াকফ বিলের সমর্থন করায় নীতীশ কুমারের হাত ছেড়েছে দলের পাঁচ প্রথম সারির মুসলিম নেতা।

একটি প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় জেডিইউয়ের হাত ছাড়ছে নাদিম আখতার, রাজু নায়ার ও তাবরেজ সিদ্দিকী আলীগ। শুক্রবার দল ছাড়ার কথা জানিয়ে নিজেদের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন এই প্রথমসারির তিন নেতা। গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার একই ইস্যুতে সুর চড়িয়ে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন আরও দুই নেতা, যথাক্রমে মহম্মদ শাহনওয়াজ মালিক ও মহম্মদ কাসিম আনসারি।

এই ইস্তফা প্রসঙ্গে দলছুট প্রাক্তন রাজ্য যুবসভাপতি রাজু নায়ার জানাচ্ছেন, 'লোকসভায় ওয়াকফ বিল পাশ হওয়ার পরেই আমি দলছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম। সেই মর্মেই বৃহস্পতিবার নিজের ইস্তফাপত্রও জমা দিয়েছি।' এরপরেই দলের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি আরও বলেন, 'যে ভাবে এই মুসলিম-বিরোধী কালো আইনের পক্ষে জেডিইউ সমর্থন জানিয়েছে, তাতে আমি গভীর ভাবে মর্মাহত।'

পাঁচ জনের দল ছাড়ার পর বর্তমানে জেডিইউ-এর অন্দরে প্রথম সারির মুসলিম নেতার সংখ্যা দাঁড়াল তিন জন। শেষ বিধানসভা ভোটের ফলাফল অনুযায়ী, বিহারে মুসলিম ভোটের পরিসংখ্যান প্রায় ১৭ শতাংশ। সামনেই আবার নির্বাচন। তার আগে ওয়াকফ ঘিরে দলের এমন বিরোধী সুর ভোটের অঙ্কে নীতীশ চোট দিতে পারে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিমস্টেক শীর্ষ বৈঠকের ফাঁকে বাংলাদেশের মুখ্য উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ০৪ এপ্রিল, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে বিমস্টেক শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে আজ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

গণতান্ত্রিক, সুস্থায়ী, শান্তিপূর্ণ, উন্নত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ভারতের সমর্থনের কথা তিনি পুনরায় ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী দুই দেশের মানুষের মধ্যে সু-সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে বাস্তব-ভিত্তিক, ইতিবাচক ও গঠনমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভারতের সদিচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন। সীমান্তে বিশেষত রাতে অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে কঠোর আইন বলবৎ করার উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশে হিন্দু সহ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে ভারতের উদ্বেগের কথা জানান প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে বলে আশাপ্রকাশ করেন। আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষায় পারস্পরিক শলাপরামর্শ ও সহযোগিতার উপর জোর দেন দুই নেতা।

দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেন।

রামেশ্বরম ও মূল ভূখণ্ডের মধ্যে যোগসূত্রকারী নতুন পাম্বান রেল সেতু উদ্বোধনে রাম নবমী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তামিলনাড়ু সফর করবেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী ৬ এপ্রিল তামিলনাড়ু সফর করবেন। রাম নবমী উপলক্ষে দুপুর ১২টা নাগাদ তিনি নতুন পাম্বান রেল সেতুর উদ্বোধন করবেন। এটি ভারতের প্রথম উল্লম্ব (ভার্টিকাল লিফট) উত্তোলন সমুদ্র সেতু। এখানকার সড়ক সেতু থেকে তিনি একটি ট্রেন ও জাহাজের যাত্রার সূচনা করবেন এবং এই সেতুর কাজও পরিদর্শন করবেন।

এর পর তিনি বেলা ১২:৪৫ নাগাদ রামেশ্বরমে রামনাথস্বামী মন্দির দর্শন করবেন ও পুজো দেবেন। দুপুর ১:৩০ নাগাদ তিনি রামেশ্বরমে তামিলনাড়ুর জন্য ৮ হাজার ৩০০ কোটি টাকারও বেশি বিভিন্ন রেল এবং সড়ক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন।

প্রধানমন্ত্রী নতুন পাম্বান রেল সেতুর উদ্বোধনের পাশাপাশি রামেশ্বরম-তামবরম (চেন্নাই) নতুন রেল পরিষেবার সূচনা করবেন। এই সেতুটির গভীর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। রামায়ণে কথিত আছে রামেশ্বরমের কাছে ধনুষ্কোটি থেকে রামসেতুর নির্মাণের সূচনা হয়েছিল।

রামেশ্বরম এবং মূল ভূখণ্ডের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী এই সেতু বিশ্বে কারিগরি স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

কোন অস্ত্র নিয়ে রাম নবনীতে মিছিল করা যাবে না জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট

জল্পনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত হাওড়ায় রামনবমীর মিছিলে সায় কলকাতা হাইকোর্টের। তবে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন মিলেছে। হাইকোর্ট বলছে, ধাতুর তৈরি কোনও হাতিয়ার নিয়ে মিছিল করা যাবে না। কিন্তু, PVC দিয়ে তৈরি যে কোনও ধর্মীয় প্রতীক নিয়ে মিছিল করা যাবে। ক'টা থেকে মিছিল হবে, সেখানে কতজন থাকতে পারবেন তাও বলে দিয়েছে আদালত।

এদিকে যে রুটে মিছিল করতে চেয়েছিল গেরুয়া শিবির সেই রুট বদলে দেওয়া হয় রাজ্যের তরফে। কিন্তু, আগের রুটেই মিছিল করতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল অঞ্জনী পুত্র সেনা ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। অন্যদিকে এলাকায় মিটিং মিছিল নিয়ে টানাপোড়েন নিয়ে হাওড়ার ওই এলাকার বাসিন্দারাও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁদের হয়ে লড়ছেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। হাওড়ার বাসিন্দাদের দাবি, এত টানাপোড়েনের মধ্যে আদতে তাঁদের অবস্থা স্যান্ডউইচের মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই দ্রুত সমাধান হোক। এদিন সমস্ত সওয়াল জবাব শোনা পর ওই এলাকায় প্রায় প্রতিদিন ঝামেলা-গন্ডগোল হয় কিনা জানতে চান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। পাল্টা আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় রাজ্যের কোর্টে বল ঠেলেন। বলেন, "রাজ্য চাইলে সব কিছু কমতে পারে..কোন রাজনৈতিক দলের নেতাদের এই প্রসেশনে অংশ নিতে দেবেন না।" এরপরই রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত রুট না বদলালেও একদলকে সকালে অন্যদলকে বিকালে মিছিলের অনুমতি দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন। শেষ পর্যন্ত তাতেই মান্যতা দেয় কোর্ট।আদালত বলছে, দুই সংগঠনের ৫০০ জন করে মোট ১০০০ লোক নিয়ে মিছিল করা যাবে।

সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ১ টা পর্যন্ত মিছিল করবে অঞ্জনী পুত্র সেনা। বিকাল ৩ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত মিছিল করবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তবে যাঁরা মিছিলে অংশ নেবেন তাঁদের সকলের কাছে পরিচয়পত্র থাকতে হবে।

তবে আদালত সাফ বলছে, কোনও সংগঠনই ৫০০ জনের বেশি লোক আনতে পারবে না। অঞ্জনী পুত্রদের মিছিল হবে সকালে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিল বিকেলে। এদিন মিছিল নয়ে সওয়াল জবাবের মধ্যে নিজের পর্যবেক্ষণও জানান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। অনুমতি দিলেও তাঁর স্পষ্ট কথা, "আমি থামালে সবাইকে থামাব। শুধু রাজনৈতিক দল নয়। আমি সিবিআই দিলে আগে পুলিশের তদন্ত দেখি। তাই সবাইকে থামাব।"

তবে এদিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও কথা বলতে দেখা যায় বিচারপতিকে। তিনি বলেন, " এর আগে বাঁকুড়ায় অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা অন্য ইস্যু ছিল। কিন্তু, কেন্দ্রীয় বাহিনীর অনুমতি দেব না। পুলিশের অবশ্যই ক্ষমতা আছে। কিন্তু সেই ক্ষমতা থাকা আর প্রয়োগের উপর আকাশ পাতাল পার্থক্য।" তবে ২০২২ সালের পর অশান্তি অনেকটাই কমেছে বলে মনে করছেন তিনি। বলছেন, "২০২২ এর পর আরও ভায়োলেশন কমেছে। আশা করা হচ্ছে হিংসা আরও কমবে।" রাম নবমীর মিছিলের অনুমতি দেওয়া প্রসঙ্গে টানেন দুর্গাপুজোর প্রসঙ্গও।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চোদ্দতম পর্ব)

বাংলায় রচিত মনসা ও অন্যান্য স্থানীয় দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক গাথাকাব্য। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল ও বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসাবিজয় কাব্যে মনসার জন্ম ও অন্যান্য উপাখ্যানগুলি সম্পূর্ণ বর্ণিত হয়েছে।মনসাবিজয় কাব্য থেকে জানা যায়, বাসুকীর মা একটি ছোটো মেয়ের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। শিবের বীর্য এই মূর্তি স্পর্শ করলে মনসার জন্ম হয়। বাসুকী তাঁকে নিজ ভগিনীরূপে গ্রহণ করেন। বাসুকী তার কাছে গচ্ছিত শিবের ১৪ তোলা বিষ মনসাকে দেন। রাজা পৃথু পৃথিবীকে গাভীর ন্যায় দোহন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

রামেশ্বরম ও মূল ভূখণ্ডের মধ্যে যোগসূত্রকারী নতুন পাম্বান রেল সেতু উদ্বোধনে রাম নবমী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তামিলনাড়ু সফর করবেন

স্বরূপ। ৫৫০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে এটি নির্মিত হয়েছে। ২.০৮ কিলোমিটার বিস্তৃত ৯৯টি খিলান যুক্ত ৭২.৫ মিটার উল্লম্ব উত্তোলন সেতুটি ১৭ মিটার পর্যন্ত উপরে উঠতে সক্ষম। এটি নির্মিত হওয়ার ফলে একদিকে যেমন নির্বিঘ্নে জাহাজ চলাচল করতে পারবে, অন্যদিকে ট্রেন চলাচলেও কোনো বাধা থাকবে না। ভবিষ্যতের চাহিদার দিকে তাকিয়ে এখানে যৌথ রেল লাইনের সংস্থান রাখা হয়েছে। সামুদ্রিক এলাকাতে নির্মিত হলেও এই সেতু যেন জং পরে কখনো নষ্ট না হয়, সেজন্য উন্নত ও গুণমান সম্পন্ন বিশেষ মোড়ক ব্যবহার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অন্য যেসব প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তার মধ্যে রয়েছে জাতীয় সড়ক ৪০-এর চার লেন বিশিষ্ট ২৮ কিলোমিটার লম্বা ওয়ালাজাপেট-রানিপেট বিভাগ। তিনি জাতীয় সড়ক ৩৩২-এর চার লেন বিশিষ্ট ২৯ কিলোমিটার লম্বা ভিলুপ্পুরম-পুদুচেরি বিভাগ, জাতীয় সড়ক ৩২-এর ৫৭ কিলোমিটার লম্বা পুন্দিয়ানকুপ্পম-সত্তানাথপুরম, জাতীয় সড়ক ৩৬-এর ৪৮ কিলোমিটার লম্বা চোলাপুরম-তাঞ্জাভুর বিভাগ জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এই মহাসড়কগুলি বিভিন্ন ধর্মস্থল এবং পর্যটন কেন্দ্রকে যুক্ত করবে, শহরগুলির মধ্যে দূরত্ব কমাবে, তার পাশাপাশি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং বন্দরগুলিতে যাতায়াত অনেক দ্রুত করে তুলবে। এগুলি নির্মিত হওয়ার ফলে স্থানীয় চাষীদের ক্ষমতায়ণ বৃদ্ধি পাবে, তাঁরা কৃষিপণ্য অনায়াসেই স্থানীয় বাজারে নিয়ে যেতে পারবে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতির সঞ্চার হবে এবং স্থানীয় চর্ম এবং ছোট শিল্প সংস্থাগুলি উপকৃত হবে।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যদি কোনও ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত পাপ করে তাহলে শনিদেব ক্ষমা করে পাপকারীর অজ্ঞাতেই তাকে সুকর্মের প্রতি পরিচালিত করেন। তিনি হচ্ছে ন্যায় কর্ম প্রতিষ্ঠাতা,তিনি কর্মফলদাতা ন্যায় কর্ম যিনি করেছেন তা না প্রতিদিনই খুশি হয়েছেন ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা "ভারত বিভূতি সম্মান" পেলেন

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল, ২০২৫ (এজেন্সি)

শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প, সমাজসেবা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য গতকাল অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে "ভারত বিভূতি সম্মান" প্রদান করা হয়েছে।

রাজধানী দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাব অফ ইন্ডিয়াতে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে "অমরেন্দ্র ফাউন্ডেশন" কর্তৃক এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য শ্রীমতী মমতা কুমারী, পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বিচারপতি বীরেন্দ্র ভার্মা, সুপরিচিত সিনিয়র ইউরোলজিস্ট ডঃ অনুপ কুমার, বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শ্রীমতী বিনিতা হরিহরণ, চ্যান্সেলর অধ্যাপক বি.এন. মিশ্র, এনসিপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ব্রিজমোহন শ্রীবাস্তব এবং সংস্থার পরিচালক অমরেন্দ্র পাঠক এই সম্মাননা প্রদান করেন।

ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী নবেশ কুমারের সভাপতিত্বে এবং সমন্বয়ে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নির্বাচিত শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্যও পরিবেশন করেন। এই উপলক্ষে "নারী ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতা" শীর্ষক সেমিনারে সার্ক জার্নালিস্ট ফোরামের নির্বাহী চেয়ারম্যান ডঃ সমরেন্দ্র পাঠক, শ্রীমতী দীপ্তি উন্নাত, সমাজকর্মী হীরা লাল প্রধান, অধ্যাপক অমরেন্দ্র ঝা এবং কবি বিমল মিশ্র সহ অনেকেই তাদের মতামত প্রকাশ করেন।

"ভারত বিভূতি সম্মান" প্রাপ্ত ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রয়েছেন এইমসের সিনিয়র চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডঃ জে. এস. তিতলিয়াল, সিনিয়র ইউরোলজিস্ট ডঃ অনুপ কুমার, শিক্ষাবিদ শ্রী অমিতাভ সুকুল, শ্রীমতী সুমন লতা শর্মা, সিনিয়র সাংবাদিক শ্রীমতী শোভনা জৈন, শিক্ষাবিদ ডঃ রাজেশ কুমার সিং, ডঃ শৈলেশ চন্দ্র সহায়, ডঃ মনীশ দেব এবং ডঃ কল্পনা আগরওয়াল। একইভাবে, অধ্যাপক (ডঃ) লাভী শ্রীবাস্তব, শ্রীমতী পূজা আগরওয়াল এবং শ্রীমতী প্রণামী দেবীকে "নারী শক্তি বিভূতি সম্মান" প্রদান করা হয়।

শ্রী ধারনিকান্ত ঝা এবং শ্রী ব্রিজমোহন শ্রীবাস্তব "সমাজ বিভূতি সম্মান", শ্রীমতি মধুলতা মিশ্র, ববিতা এ. সিং এবং পন্ডিত পুষ্কর মিশ্রকে "কালা বিভূতি সম্মান", শ্রী শঙ্খনীল বসাক, মিঃ গুলশান গর্গ, মিঃ মিথিলেশ জি এবং মিথিলেশ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বিভূতি সম্মান"। আরভ জোশি, হিমসাক্ষী সাইনি, পূর্বিকা লোটান, যশ লোটান, মাহি শর্মা, কায়না যাদব, জিয়াশ চৌধুরী এবং আরভ জাখরকেও তায়কোয়ান্দোতে পদক জেতার জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে। (এল.এস.)

আইনি পরামর্শ নিয়েই পদক্ষেপ হবে, জানালেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল সম্পূর্ণ বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে ২৬০০০ শিক্ষক অশিক্ষক কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। এই বিষয় নিয়ে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করল এসএসসি।

হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেআলাদা-আলাদাভাবে শীর্ষ আদালতে মামলা করে রাজ্যের শিক্ষা দফতর, এসএসসি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন চাকরিহারারাও। প্রাথমিক শুননির পরে গত বছরের ৭ মে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ চাকরি বাতিলের নির্দেশের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। গত ফেব্রুয়ারিতে মামলার শুনানি শেষ হওয়ার পরে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ রায়দান স্থগিত রেখেছিল।শুক্রবার এ ব্যাপারে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন, এত কম সময়ের মধ্যে সমগ্র নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।সিদ্ধার্থ মজুমদারের কথায়, "২২ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন আগেরবারে। পরীক্ষা নিতে হবে, ফলাফল প্রকাশ, অত ইন্টারভিউ নেওয়া, প্যানেল প্রকাশ, প্যানেলের মেয়াদ থাকে তো ১ বছর, ফলে পরবর্তী প্যানেলের জন্য অপেক্ষা করা. পুরো প্রক্রিয়া কখনই ৩ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়।"

তিনি আরও সংযোজন করে বলেন, "শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরও রাজ্য থেকেও দ্রুত নিয়োগের কথা বলেছে।

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

২০২৪-২৫ থেকে ২০২৮-২৯ আর্থিক বছর পর্যন্ত “প্রাণবন্ত গ্রাম কর্মসূচী-২” (ভিভিপি-২)-তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ “প্রাণবন্ত গ্রাম কর্মসূচী-২” (ভিভিপি-২)-র অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যে চলা এই প্রকল্প, বিকশিত ভারত@2047 এর লক্ষ্য অর্জনে “সুরক্ষিত নিরাপদ ও প্রাণবন্ত ভূমি সীমান্ত” সুনিশ্চিত করতে চায়। এই কর্মসূচী আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবস্থিত গ্রামগুলির সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। উত্তর সীমান্তের গ্রামগুলি আগেই ভিভিপি-১ কর্মসূচীর আওতায় এসেছে।

মোট ৬,৮৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দের এই কর্মসূচী অরুণাচল প্রদেশ, অসম, বিহার, গুজরাট, জম্মু-কাশ্মীর(কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল), লাদাখ(কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল), মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, পাঞ্জাব, রাজস্থান, সিকিম, ত্রিপুরা, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে ২০২৮-২৯ আর্থিক বছর পর্যন্ত রূপায়িত হবে।

এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ সীমান্ত সুনিশ্চিত করতে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং তাদের পর্যাপ্ত জীবিকার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া, আন্তঃসীমান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা এবং সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষকে দেশের সঙ্গে একাত্ম করে তাঁদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর “চোখ ও কান হিসেবে” ব্যবহার করা।

এই কর্মসূচীর আওতায় গ্রামগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন, মূল্য শৃঙ্খলের উন্নয়ন (সমবায়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রভৃতির মাধ্যমে) সীমান্ত নির্দিষ্ট জনসংযোগ কার্যক্রম, স্মার্ট ক্লাসের মতো শিক্ষা পরিকাঠামো, পর্যটন সার্কিটের উন্নয়ন এবং সীমান্ত অঞ্চলে বৈচিত্র্যময় ও সুস্থিত জীবিকার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তৈরি গ্রাম কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে রাজ্য ও গ্রাম নির্দিষ্ট কর্মসূচী তৈরি করা হবে।

এইসব গ্রামে সব মরসুমে যাতায়াতের উপযোগী সড়ক নির্মাণের কাজ পিএমজিএসওয়াই-৪ এর আওতায় ইতিমধ্যেই অনুমোদিত হয়েছে। ক্যাবিনেট সচিবের নেতৃত্বাধীন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি এর রূপায়ণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ছাড়ের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হল, নির্দিষ্ট গ্রামগুলিতে ব্যক্তি ও পরিবারস্তরের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির পরিপূর্ণ রূপায়ণ। এক্ষেত্রে সব মরসুমে যাতায়াতের উপযোগী সড়ক নির্মাণ, দূর যোগাযোগ, টেলিভিশন সংযোগ এবং বিদ্যুতায়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

এই কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত গ্রামগুলিতে মেলা ও উৎসব, সচেতনতামূলক শিবির, জাতীয় দিবসগুলির উদযাপন, মন্ত্রী ও পদস্থ আধিকারিকদের নিয়মিত পরিদর্শণ ও রাত্রিবাসের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এতে এইসব এলাকায় পর্যটনের বিকাশ হবে, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রসার ঘটবে।

এইসব অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যকর রূপায়ণের জন্যে প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ ঘটানো হবে এবং পিএম গতিশক্তির মতো ডেটাবেস ব্যবহার করা হবে।

(৫ পাতার পর)

আইনি পরামর্শ নিয়েই পদক্ষেপ হবে, জানালেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান

কীভাবে সবটা কতটা দ্রুত করা যায়, তা নিয়ে আমরা আলোচনাও করছি। আইনি পরামর্শও নেওয়া হচ্ছে। তবে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিষয়টি সময়সাপেক্ষ।”

বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত রায়দানের সময় শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, যে যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব হয়নি। ফলে পুরো প্যানেলই বাতিল করা হল। এ প্রসঙ্গেই সামনে আসছে, কেন যোগ্য অযোগ্য বাছাই করা গেল না? এর দায় কার? সাংবাদিক বৈঠকে একাধিকবার এই প্রশ্ন শুনে কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় এসএসসির চেয়ারম্যানকে।

সিদ্ধার্থবাবু বলেন, “আদালত রায় দিয়ে দিয়েছে। একই প্রশ্ন বারবার করে আমার বক্তব্য জানতে চাওয়া ঠিক নয়। আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। দায় কার জানতে হলে, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারের ২৩ ও ২৮ নম্বর প্যারাগ্রাফটা পড়ে দেখুন। ওখানেই সব লেখা আছে।”

আদালত জানিয়েছে, যাঁরা যাঁরা এর আগে অন্য কোনও সরকারি দফতরে চাকরি করতেন, তাঁরা চাইলে তিন মাসের মধ্যে আগের কাজে যোগ দিতে পারেন। এসএসসির চেয়ারম্যান শেষে বলেন, “ধৈর্য হারাবেন না!” নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আবেদনকারীদের বয়সের ছাড় দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন এসএসসির চেয়ারম্যান। সবটাই হবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে।

বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, কারচুপির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২০১৬ সালের শিক্ষক নিয়োগের পুরো প্যানেল বাতিল করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে আগামী তিন মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুরও নির্দেশ দিয়েছে। যাদের চাকরি বাতিল হয়েছে তাদের মধ্যে যারা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন না তারা এতদিন যে বেতন পেয়েছেন তা ফেরত দিতে হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতিরা।

এদিন রায় দিতে গিয়ে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, 'কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও প্রয়োজনীয়তা আমরা বোধ করছি না। যে সমস্ত প্রার্থীরা অযোগ্য নয়, তাঁরা যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন সেখানে কাজ করবেন। নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। ২০১৬ সালের বাতিল হওয়া প্যানেলে নাম থাকা শিক্ষকরা নতুন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন।'

২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। বেশ কয়েকজন চাকরি প্রার্থী মামলা দায়ের করে কলকাতা হাইকোর্টে। গত বছর ২২ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে রায় দিয়েছিল। যাঁরা মেয়াদ-উত্তীর্ণ প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন, যাঁরা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়।চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ হারে সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে বলা হয় ওই চাকরিপ্রাপকদের। ওই রায় নিয়ে বাংলায় শোরগোল পড়ে যায়।

সিনেমার খবর

শুটিং করতে গিয়ে আহত বরুণ ধাওয়ান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

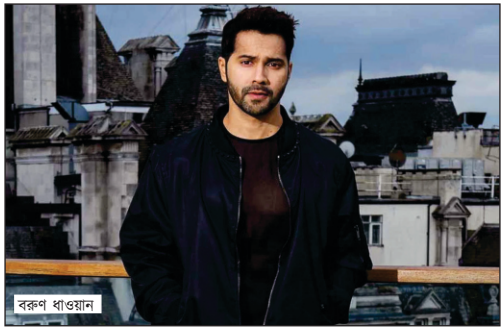
বরুণ ধাওয়ান

আসন্ন ছবি 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়'-এর শুটিংয়ে বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছেন বরুণ ধাওয়ান। হৃষীকেশের পাহাড়ি অঞ্চলে ছবির শুটিং করতে গিয়ে আহত হয়েছেন এই অভিনেতা।

বলিউড সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, বরুণ তার আঙুলে গুরুতর চোট পেয়েছেন। দুর্ঘটনার পর তাকে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর অভিনেতা নিজেকে কিছুটা সুস্থ করে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, শুটিং যাতে কোনোভাবেই থেমে না যায়, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখছেন বরুণ। বুধবার, তিনি তার আহত আঙুলের একটি ছবি শেয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানতে চেয়েছেন, আঙুল সেরে উঠতে কত দিন সময় লাগবে?

২২ মার্চ থেকে হৃষীকেশে 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়'-এর শুটিং শুরু হয়েছে, যেখানে বরুণের নায়িকা হিসেবে রয়েছেন পূজা হেগড়ে। শুটিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে উভয়েই সেখানে বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করছেন।

প্রায় মাসখানেক আগে 'বর্ডার ২'-এর শুটিংয়ের সময়ও বরুণ আঙুলে চোট পেয়েছিলেন। সেই সময়ও গভীর ক্ষতের কারণে প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল, তবে শুটিং বন্ধ করেননি তিনি।

এই দিনও চিকিৎসার পাশাপাশি বরুণকে তার আহত আঙুলে বরফ লাগাতে দেখা যায়, যার ছবি তিনি শেয়ার করেছেন। আঙুলটি ফুলে লাল হয়ে গেছে।

বরবাদ সিনেমার আইটেম গানে নুসরাত

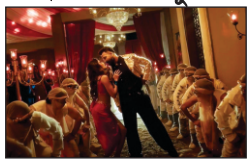

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

শুটিং শুরুর পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল শাকিব খানের নতুন সিনেমা 'বরবাদ'-এ দেখা যাবে টালিউড অভিনেত্রী নুসরাত জাহানকে। অবশেষে তা সত্যি হয়েছে, তবে নায়িকা হিসেবে নয়, চমক দিয়ে নুসরাত হাজির হয়েছেন একটি ড্যান্স নাম্বারে।

'চাঁদ মামা' শিরোনামের এই আইটেম গানে শাকিব খানের সঙ্গে নাচতে দেখা গেছে নুসরাতকে। অনেকেই গানটি তুলনা করছেন বলিউডের জনপ্রিয় গানের সঙ্গে এবং বলছেন, এটি হতে পারে বছরের অন্যতম জনপ্রিয় গান।

এর আগে শাকিব খানের সঙ্গে 'নাকাব' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন নুসরাত, তবে এবার তিনি আসছেন আইটেম গানে। প্রায় ১০ বছর পর নুসরাতকে আবারও আইটেম গানে দেখা যাবে।

এক ভিডিওতে নুসরাত জানিয়েছেন, "চাঁদ মামা" শব্দটি শুনলেই তার ছোটবেলার নস্টালজিয়া অনুভব হয়, তবে এই গান পুরোপুরি ডান্স নাম্বার, যা সবারই উপভোগ্য হবে।

'চাঁদ মামা' গানটি লিখেছেন এবং সুর ও সংগীত করেছেন প্রীতম হাসান, এবং কণ্ঠ দিয়েছেন প্রীতম ও দোলা। গানটি ২৮ মার্চ, শাকিবের জন্মদিনে রিয়েল এনার্জি প্রডাকশনের ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে।

মেহেদি হাসান হৃদয় পরিচালিত 'বরবাদ'-এ শাকিব ছাড়াও অভিনয় করেছেন ইধিকা পাল, যীশু সেনগুপ্ত, মিশা সওদাগর, শহীদুজ্জামান সেলিম, ফজলুর রহমান বাবু প্রমুখ।

গাইতে গিয়ে অপমানিত, মঞ্চেই কাঁদলেন নেহা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নির্ধারিত সময়ের তিন ঘণ্টা পর অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরের কনসার্টে মঞ্চে উঠেন নেহা কাক্কার। যদিও মঞ্চে উঠে সবার কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে নেন। এর পরই শুরু করেন অঝোরে কান্না। চড়া মূল্যে টিকিট কেটে আসা দর্শকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় আর খেপে যান তারা।

মঞ্চে গাইতে উঠে প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নেহা বলেন, 'আপনারা সত্যিই ভালো। অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন। আমার খুব খারাপ লাগছে, আমি জীবনে কখনো কাউকে এতটা অপেক্ষা করাইনি। আপনারা এতক্ষণ অপেক্ষা করছেন। আমি খুবই দুঃখিত। এটা একটা সত্যিই বড় বিষয়। এই সন্ধ্যাটা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ আপনারা সবাই আমার জন্য অনেক মূল্যবান সময় বের করেছেন। শোয়ের শেষে যাতে সবাই আপনারা নাচেন তার দায়িত্ব নিচ্ছি আমি।'

নেহার এমন কথাগুলো যেন আগুনে ঘি ঢেলে দেয়! দর্শক আসন থেকে আসতে থাকে একের পর এক মন্তব্য। একজন বলেন, 'যান হোটেলে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। এটা ভারত নয়, অস্ট্রেলিয়া।'

এ কথা কানে যায় গায়িকার। অপমানিত নেহা জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করেন। তখন দর্শকদের কেউ কেউ চিৎকার করে বলেন, 'খুব ভালো অভিনয় হচ্ছে। নাটক কম করুন, এটা ইন্ডিয়ান আইডল নয়।' তারপর আর পাল্টা জবাব দিতে পারেননি তিনি। মাত্র ঘণ্টাখানেক গান গেয়েই মঞ্চ ছাড়েন নেহা।

‘ডাবল সেঞ্চুরিতে’ নারাইনের দারুণ কীর্তি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সুনিল নারাইনের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে ডিপ মিডউইকেটে সহজ ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান কামিন্দু মেন্ডিস। তাকে বিদায় করে ক্যারিবিয়ান স্পিনিং অলরাউন্ডার স্পর্শ করলেন একটি মাইলফলক, গড়লেন দারুণ কীর্তি।

আইপিএলে বৃহস্পতিবার ইডেন গার্ডেন্সে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের রান তাড়ায় ইনিংসের দশম ও নিজের দ্বিতীয় ওভারে মেন্ডিসের উইকেটটি নেন নারাইন। কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতে তার ২০০তম উইকেট এটি।

ছেলেদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কোনো একটি দলের হয়ে দুইশ বা এর বেশি উইকেট নেওয়া বিশ্বের দ্বিতীয় ক্রিকেটার তিনি। প্রথম জন সামিত প্যাটেল। নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে বাঁহাতি এই ইংলিশ স্পিনিং অলরাউন্ডারের উইকেট ২০৮টি।

ইংল্যান্ডের আরেক দল হ্যাম্পশায়ারের হয়ে ১৯৯ উইকেট নিয়ে এই তালিকায় তিন নম্বরে আছেন বাঁহাতি ইংলিশ পেসার ক্রিস উড। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ১৯৫ উইকেট নিয়ে চারে সাবেক লঙ্কান পেসার লাসিথ মালিঙ্গা। গ্লস্টারশায়ারের হয়ে ১৯৩ উইকেট নিয়ে পাঁচে আছেন ইংলিশ পেসার ডেভিড পেইন।

এই পাঁচ জনের আশেপাশে নেই আর কেউ। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ১৬৮ উইকেট নিয়ে ছয় নম্বরে ভারতীয় পেসার জাসপ্রিত বুমরাহ।

মাইলফলক ছোঁয়ার দিনে আর কোনো উইকেট নারাইন পাননি। কলকাতার হয়ে তার ২০০ উইকেটের সবকটি অবশ্য আইপিএলে নয়।

ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ২০১২ সালে অভিষেক থেকে একটি দলের হয়েই খেলছেন তিনি। এখানে ১৮০ ম্যাচে তার উইকেট ১৮২টি। কলকাতার হয়ে বাকি ১৮টি উইকেট তিনি নিয়েছেন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-টোয়েন্টিতে।

আইপিএলে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির তালিকায় নারাইন আছেন চার নম্বরে। তার চেয়ে একটি উইকেট বেশি নিয়ে যৌথভাবে তিনে আছেন রাভিচান্দ্রান অশ্বিন, ভুবনেশ্বর কুমার ও ডোয়াইন ব্রাভো।

১৯২ উইকেট নিয়ে দুই নম্বরে পীযুষ চাওলা। চূড়ায় ইউজবেন্দ্রা চেহেলের শিকার ২০৬টি।

আইপিএল: দুই হাতে বোলিং করে ইতিহাস গড়লেন কামিন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বাঁ ও ডান—দুই হাতেই সমান দক্ষতায় বোলিং করতে পারেন শ্রীলঙ্কান অলরাউন্ডার কামিন্দু মেন্ডিস। তার সঙ্গে রয়েছে চমৎকার ব্যাটিং দক্ষতাও। গতকাল ইডেন গার্ডেন্সে নিজের সেই অনন্য গুণের পরিচয় দিয়ে আইপিএলে রেকর্ড গড়লেন এই অলরাউন্ডার।

২৬ বছর বয়সী কামিন্দু মেন্ডিস আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে দুই হাতে বোলিং করার নজির গড়েছেন। তাও আবার নিজের অভিষেক ম্যাচেই! শুধু বোলিং করেই ক্ষান্ত হননি, একটি উইকেটও তুলে নিয়েছেন। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেলা এই অলরাউন্ডার।

ম্যাচটিতে মাত্র একটি ওভার বল করেন কামিন্দু। ১৩তম ওভারে তিনি তিনটি বল করেন বাঁ হাতে এবং বাকি তিনটি ডান হাতে। ওই ওভারের চতুর্থ বলেই তার শিকার হন কলকাতার তরুণ ব্যাটার অঙ্কৃশ রঘুবংশী, যাকে দুর্দান্ত এক ক্যাচে ফিরিয়ে দেন হার্শাল প্যাটেল।

তবে এমন ঐতিহাসিক কীর্তির দিনে জয় ধরা দেয়নি কামিন্দুর দলের হাতে। কলকাতার কাছে ৮০ রানের বড় ব্যবধানে হেরে যায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ব্যাট হাতেও কামিন্দু রেখেছেন অবদান—দলের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন তিনি।

হায়দরাবাদকে হারিয়ে যা বললেন রাহানে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

গত দুই ম্যাচের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে জয়ে ফিরেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। গতকাল বৃহস্পতিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারানোর পর এমনটাই বললেন কলকাতার অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে। এই জয়কে দলগত পারফরম্যান্সের সাফল্য হিসেবে উল্লেখ্য করলেন তিনি।

ম্যাচ শেষ হওয়ার পর তৃপ্ত দেখাচ্ছিল রাহানেকে। ম্যাচের শুরুতেই পিছিয়ে পড়েও কেকেআর যেভাবে অনায়াস জয় তুলে নিয়েছে, তাতে খুশি রাইডার্স অধিনায়ক। এই জয় তার কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যাচ জয়ের পর রাহানে বলেন, 'এই ম্যাচটা আমাদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বড় ব্যবধানে জয়টা গুরুত্বপূর্ণ। টস জিতলে আমরাও হয়তো আগে বোলিং করতাম। ইনিংসের শুরুতেই ২ উইকেট চলে যাওয়ার পর অন্তত ৬ ওভার পর্যন্ত ২২ গজে টিকে থাকার লক্ষ্য ছিল আমাদের।'

'ক্রিকেটীয় শট খেলার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলাম আমরা। অযথা ঝুঁকি নিতে চাইনি ওই সময়। কারণ আমরা জানতাম, হাতে উইকেট থাকলে আমাদের পরের দিকের ব্যাটাররা শেষ দিকে দ্রুত রান তুলে নিতে পারবে।'-যোগ করেন তিনি।

দলের মিডল অর্ডার নিয়ে অধিনায়ক বলেছেন, 'দলের ব্যাটিংয়ে আমি খুশি। শেষ দুই ম্যাচে আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী ব্যাট করতে পারিনি। তবে আমরা ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়েছি। হায়দরাবাদের বিপক্ষে এই ব্যাটিং তারই ফল।'

'রিংকু সিং এবং ভেঙ্কেটেশ আইয়ার দুর্দান্ত খেলেছে। ওরা জানত রমনদীপ সিং, আন্দ্রে রাসেল, মইন আলির মতো ব্যাটাররা আছে। তাই সাহসী ব্যাটিং করতে পেরেছে। আমরা চেয়েছিলাম ১৫ ওভার পর্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাট করতে। শেষ পাঁচ ওভার মেরে খেলার পরিকল্পনা ছিল।'-যোগ করেন তিনি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR